সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-১১ | ৩০ এপ্রিল, ২০২০

সম্পাদকীয়:

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকেই সারাদেশে নাগরিক সংগঠন সুজন-সুশাসনের জন্য নাগিরক এর অনেক নেতা-কর্মী করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি; বিভিন্ন এলাকাকে জীবাণুমুক্ত করা; মাস্ক, হ্যান্ড স্যাইনটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, ফেস শিল্ড, পিপিই, ক্যাপ ও সাবান বিতরণ; ওয়াস বেসিন স্থাপন; একক উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ ও অন্যান্যদের সহযোগিতা নিয়ে দৈনন্দিন আয়ের ওপর নির্ভরশীল হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে যাওয়া মানুষ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান; বিভিন্ন কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ছোট-বড় এ সকল উদ্যোগকে তুলে ধরার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই ১০টি ই-নিউজ লেটার প্রকাশ করেছি। একাদশ ই-নিউজ লেটারটিও একই ধরনের উদ্যোগের ধারাবাহিকতা।

করোনাযুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগী মুনিরুজ্জামান নাসিম

সুজন-পিরোজপুর জেলা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ মুনিরুজ্জামান নাসিম পিরোজপুরে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছেন। পিরোজপুর জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি কমিটির প্রতিটি সভায় অংশ নিচ্ছেন, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন, মানুষকে সচেতন করছেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহে অংশগ্রহণ ও নজরদারি করছেন। উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল ২০২০, রবিবার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও পিরোজপুর জেলা প্রশাসনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সে মোঃ মুনিরুজ্জামান নাসিম পিরোজপুর জেলায় করোনা পরিস্থিতির হালনাগাদ চিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেন।

'মানবতার ডাকপিয়ন'রা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে 'মানবতার উপহার'

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জে 'মোহনচূড়া' নামে একটি সামাজিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। গত ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে

সুজন-সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক জনাব ওবায়দুল হক মিলন ও নির্বাহী সদস্য কেবি প্রদীপ দাসের উদ্যোগে ২৬ জন সদস্য নিয়ে সংগঠনটি গড়ে উঠে। আত্মপ্রকাশের দিন থেকেই 'মোনহচূড়া'র ব্যানারে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পূর্ব পাগলা ইউনিয়নের দামোধরতপী ও মামদপুর গ্রামে কর্মহীন অসচ্ছল মানুষদের মাঝে 'মানবতার উপহার' হিসেবে পরিবারপ্রতি ৫০০ টাকা সমমূল্যের চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, লবন, সাবান, মাস্ক ইত্যাদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ শুরু করা হয়; যা চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, 'মোহনচূড়া'র সদস্যরা নিজেদেরকে 'মানবতার ডাকপিয়ন' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে 'মানবতার উপহার' ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। সংগঠনটির সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগেই আপদকালীন অবস্থায় উপরোল্লেখিত দুটি গ্রামের অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে দায়িত্ব পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

বাবলী আকন্দ: এক সাহসী করোনাযোদ্ধা

বাবলী আকন্দ। সুজন-ময়মনসিংহ মহানগর কমিটির সদস্য। ময়মনসিংহ শহরের এক পরিচিত নাম বাবলী। সাংবাদিক, নৃত্য শিল্পী, অভিনয় শিল্পী তথা একজন সাংস্কৃতিক কর্মী-এ সবই রয়েছে তার পরিচয়ের সাথে জড়িয়ে।

করোনাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার সুবাদে তিনি আজ সকলের প্রিয় মুখ। বাবলী ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি স্বেচ্ছায় তার নিজ ওয়ার্ড তথা গোটা ময়মনসিংহ মহানগরের মানুষজনকে এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক সচেতন করতে শুরু করেন। ভয়কে জয় করে মাইক হাতে সাহসিকতার সাথে মহানগরের রাস্তায় রাস্তায়, বিভিন্ন অলি গলিতে রাতদিন মানুষকে সচেতন করতে থাকেন তিনি। লকডাউন ঘোষণার পর সকলকে ঘরে থাকার আহবানেও তিনি গোটা শহর চষে বেড়ান।

তার এ তৎপরতার কারনে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন তাকে একজন তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে প্রশাসনের সাথে কাজ করার সুযোগ দেন। লকডাউন শুরু হলে দৈনিক শ্রমনির্ভর অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে অবর্ননীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে। ১৯ নং ওয়ার্ডের এই কর্মহীন ও সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলো যাতে কষ্ট না পায়, সেজন্য বাবলীর নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাব্রতী দল গঠন করা হয়। ওয়ার্ড সুজন সভাপতি এমদাদুল হকও এ টিমের সদস্য।

সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত বরাদ্দ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর গড়িমশি শুরু করলে এবং গোপনে তার পছন্দের লোকদের খাদ্য-সহায়তা দেয়ার পায়তারা করলে বাবলীর নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাব্রতী টিম ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে সাক্ষাত করে। কাউন্সিলর উৎকোচের প্রস্তাব দিলে, বাবলী বলিষ্ঠতার সাথে এর প্রতিবাদ জানায় এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে এই খাদ্য বিতরণের পক্ষ অবস্থান নেন। পরে কাউন্সিলরের সাথে একাধিকবার বৈঠক করে প্রকৃতপক্ষে কর্মহীন ও দরিদ্র ৩৬০টি পরিবারের তালিকাভুক্তি ও খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করেন। ফলে এ লড়াইয়ে জয়ী হয় বাবলী, জয়ী হয় বিপন্ন মানুষ।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন
তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রঞ্জু ও জয়ন্ত কর এবং সিলেট অঞ্চলের এ্যাকাউন্টস অফিসার কুদরত পাশা।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬